দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 APR 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

ছোটদের ভোটেও ব্যালট বাক্স ছিনতাই

বরিশালে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন

■ লিটন বাশার, বরিশাল অফিস

সহিংসতার মধ্যদিয়ে প্রথম দফার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর 'ছোটদের ভোট' নামে পরিচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার স্টুডেন্ট কেবিনেটের ভোটেও ৩১ মার্চ বরিশালে ব্যালট পেপার বাক্স লুটের ঘটনা ঘটেছে। দুই শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগও পাওয়া গেছে। একটি কেন্দ্রের ভোট স্থগিতও করতে হয়েছে। দায়ীদের বিরুদ্ধে নেয়া হয়নি কোনো ব্যবস্থাও।

জানা যায়, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল স্থানীয় মুন্সী বাড়ির বখাটে ছেলে দশম শ্রেণির রাব্বি । ঐ বাড়ির লোকজন পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

ছোটদের ভোটেও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুরুতেই সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেহান পারভীন ও ছাত্রলীগ নেতাদের মাধ্যমে নির্বাচন ছাড়াই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেবিনেট গঠনের জন্য সমঝোতার চেষ্টা চালায়। সাধারণ শিক্ষার্থীরা রাজি না হওয়ায় নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। কাউন্সিলের ৮ সদস্য নির্বাচনের জন্য ২৭ শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভোট চলার সময় বেলা ২ টায় প্রার্থী রাব্বী ও রাফির নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জনের মতো বহিরাগত যুবক স্কুলে ঢুকে দুটি ব্যালট ভর্তি বাক্স ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এ সময় তারা দুই শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে । ঘটনার পর ভোট গ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ ঐ কেন্দ্রে পৌঁছে লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। অনেকে বিশৃঙ্খলার জন্য মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী রেহানা পারভীন

ও তার ভাই জামাল হোসেনকে দায়ী করলেও তারা নিজেদের নির্দোষ দাবি করে জানান, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির এক সদস্য পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটিয়ে তাদের ফাঁসাতে মিথ্যা তথ্য ছড়াচ্ছে।

প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পর ভোট গ্রহণ স্থগিত করে দেয়া হয়েছে। আগামী ৭ এপ্রিল ম্যানেজিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। তখন ফের কখন ভোট হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে। সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ও স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সাইদুর রহমান রিন্টু বলেন-। আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। ঘটনার সময় ঢাকায় ছিলাম। ৭ এপ্রিল সভা ডাকা হয়েছে। সেখানেই স্কুলের পদ থেকে পদত্যাগ করব। কাউনিয়া থানার ওসি সেলিম রেজা জানান- থানায় এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ দেয়া হয়নি।